যায়যায়দিন

তারিখ 18 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত

মিছিল আগুন শিক্ষক লাঞ্ছিত ■ ভিসির পদত্যাগ চেয়ে ছাত্রলীগের আলটিমেটাম

উত্তপ্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জ্বলছে টায়ার (বামে), নিরাপত্তা কর্মীবেষ্টিত প্রশাসনিক ভবন -যায়যাদি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলমের পদত্যাগের এক দফা দাবি করেছে ছাত্রলীগ। দাবি পূরণের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ভিসির পদত্যাগ দাবি করে গতকাল দিনভর ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল, অগ্নিসংযোগ ও অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন রেজিস্ট্রার। এছাড়া পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন এক প্রভাবশালী আওয়ামীপন্থী শিক্ষক।

ছাত্রলীগের আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগে ক্লাস ও পৃ ১০ ক ৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উত্তপ্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা হয়নি। খোলা যায়নি কোনো অনুষদের প্রধান ফটকের তালা। ৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ ছিলেন চবির রেজিস্ট্রার ও কয়েক কর্মকর্তা-কর্মচারী। স্থগিত করা হয়েছে সব পরীক্ষা। সেই সঙ্গে স্থগিত করা হয়েছে ১৯ জানুয়ারির জরুরি সিন্ডিকেট সভা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করার আলটিমেটাম দিয়ে ভিসিকে বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রেখেছে কয়েকশ' ছাত্রলীগ নেতাকর্মী। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিলসহ অন্যান্য কর্মসূচি চলছিল। গতকাল দিনব্যাপী চলে এসব ঘটনা।

ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক জয়নাল আবেদীন জানান, গত শুক্রবার রাত ১১টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আমানত হলের সামনের হাসান কটেজের (মেস) ১০৪ নং কক্ষে থাকা ছাত্রলীগের ৪ কর্মী শাহরিয়ার, মুরাদ, আনসারী ও শিমুলকে তাদের কক্ষ থেকে জোর করে বের করে কক্ষ ও পুরো কটেজে তালা মেরে দেয় শিবির নেতা ওমর। খবর পেয়ে ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা এসে বিষয়টি প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশ কর্মকর্তাদের জানান। ছাত্রলীগের অভিযোগ, ঘটনার সুরাহা করতে প্রক্টরিয়াল বডির কোনো সদস্য ও পুলিশের দায়িত্বশীল কেউ আসেননি। ফলে রাত সাড়ে ১১টায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেট ও রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের সব গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। এছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাসের আশপাশে থাকা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা এ সময় ক্যাম্পাসে মিছিল ও বিভিন্ন মোড়ে টায়ারে অগ্নিসংযোগ করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

এদিকে গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় প্রশাসনিক ভবনের তালা ভেঙে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জহরুল ইসলামের অফিস করার খবর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে সকাল ১০টায় কয়েকশ' ছাত্রলীগ কর্মী ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মোড়ে অগ্নিসংযোগ ও মিছিল করে। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের নেতারা ফের রেজিস্ট্রারকে তালা মেরে অবরুদ্ধ করে রাখে। এদিকে ক্যাম্পাসের ভেতর থেকে কোনো শিক্ষক বাস শহরে যেতে না পারায় শিক্ষকরা আসতে পারেননি। কিন্তু সকালের শাটল ট্রেনে করে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে এলেও ছাত্রলীগের অবরোধের মুখে কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি। দুপুর ২টা পর্যন্ত চলাচল করেনি কোনো যানবাহন। এদিকে পুরো ক্যাম্পাসে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ মিছিল শেষে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন চত্বরে এসে জড়ো হয় এবং ভিসির পদত্যাগ চেয়ে মিছিল শেষে সমাবেশ করে। এতে আগের সব দাবি-দাওয়া মিলে ভিসির পদত্যাগ দাবি করে ১ দফা দাবির ঘোষণা এবং ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম বেঁধে দেয়া হয়। সেখান থেকে নেতাকর্মীরা যায় ভিসির বাসভবনের সামনে। এখানে তারা বিক্ষোভ মিছিল ও ভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ করে। এ সময় উত্তেজিত নেতাকর্মীদের সামাল দিতে এসে ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন প্রীতিলতা হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. আলী আশ্রাফ।

দুপুর ১টা ২০ মিনিটে অবরুদ্ধ রেজিস্ট্রার পুলিশ পাহারায় বেরিয়ে আসার সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা তাকে ভিসির দালাল বলে জুতা উঁচিয়ে লাঞ্ছিত করে।

ভিসির সঙ্গে আলোচনা করার জন্য, বিকাল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয়, পরিবেশ পরিষদের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মু. আবদুস সালামের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি সিনিয়র শিক্ষক টিম ভিসির বাসভবনে যায়। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তারা ভিসির পদত্যাগের কোনো খবর দিতে পারেননি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এরশাদ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, আমরা ক্যাম্পাসে সহাবস্থানসহ আগে ৫ দফা দাবি দিয়েছিলাম। কিন্তু বর্তমান ভিসি আমাদের দাবি অগ্রাহ্য করেছেন এবং তার দুর্নীতি ও কুকর্মের বৈধতা দিতে ১৯ তারিখ বিশেষ সিন্ডিকেট ডেকেছেন। এর প্রতিবাদে আমরা ভিসিবিরোধী এ কর্মসূচি পালন করছি এবং আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিনি সসম্মানে পদত্যাগ না করলে ছাত্রলীগ আরো বৃহৎ কর্মসূচি দিয়ে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করবে।

এ ব্যাপারে ভিসির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।